রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার দাবিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামের নাগরিক সমাজের

স্মারকলিপি

বরাবরে,

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও
ঢাকা।

মাধ্যমঃ জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

জনাব,

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলার নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন।

এটা নি:সন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক যে, আপনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আপনার সদিচ্ছা স্বরূপ রাঙ্গামাটিতে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এলক্ষে ২০০১ সালে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দু:খজনক যে, উক্ত আইন প্রণয়নের সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা করা হয়নি। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮-এ পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য হবে এমন সকল প্রকার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ সাপেক্ষে আইন প্রণয়নের আইনগত বাধ্যবাকতা রয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি একইভাবে পার্বত্যবাসীর সাথে যথাযথ আলোচনা না করে রাঙ্গামাটিতে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনেরও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল কলেজের মতো উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা নি:সন্দেহে একটি ইতিবাচক উদ্যোগ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যাদের জন্য উক্ত জনগুরুত্বপূর্ণ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদসহ এতদাঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসীদের সাথে যথাযথভাবে আলোচনা করা হয়নি এবং তাদের মতামত ও সম্মতিও নেয়া হয়নি। অধিকন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতির উপর নানা নেতিবাচক প্রভাব এখনো ক্রিয়াশীল হয়েছে যা পার্বত্য চট্টগ্রামে জনমুখী ও সুষম উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এমনিতর অবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামের নাগরিক সমাজ বরাবরই এ সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের মতো উচ্চাভিলাষী প্রকল্পের বিরোধিতা করে আসছে এবং তদপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ আপাতত: স্থগিত রাখার দাবি জানিয়ে আসছে।

আপনি নিশ্চয় জানেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্তরের জনগণের বিরোধিতার কারণে গত ১০ জানুয়ারি ২০১৫ রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম উদ্বোধন করতে গিয়ে রাঙ্গামাটিতে এক সহিংস পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। উক্ত সহিংসতায় কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়েছে। এমনকি উক্ত সহিংস পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে প্রশাসনকে

গ্রহণ করিলাম।
২০/০২/১৫

জেলা নাজির
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

প্রথমে ১৪৪ ধারা ও পরে সান্ধ্য আইন জারী করতে হয়েছে। উক্ত উত্তেজনাকর সহিংস পরিস্থিতির স্বাভাবিক হয়ে আসতে না আসতেই অতি সম্প্রতি রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এতে করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনমনে চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দেয়া দিয়েছে।

আরো উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'ক' খণ্ডের ১নং ধারায় বলা হয়েছে যে, "উভয় পক্ষ (সরকার ও জনসংহতি সমিতি) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন"। এই বিধান অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম এমনভাবে নিতে হবে যাতে এই অঞ্চলের "উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল"-এর বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন থাকে এবং তৎপ্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পার্বত্যাঞ্চলের অধিবাসীদের স্বতন্ত্র সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য-মন্ডিত জনমিতি, ভূমি ও পরিবেশ ইত্যাদি বিবেচনায় নিতে হবে। কিন্তু অত্যন্ত দু:খজনক যে, রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের ক্ষেত্রে এসব জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বিবেচনা নেয়া হয়েছে বলে পার্বত্য চট্টগ্রামের নাগরিক সমাজ মনে করে না।

অধিকন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে এতদাঞ্চলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো মজবুত অবস্থানে গড়ে উঠতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার অন্যতম দিক ভূমি সমস্যা এখনো সমাধান হয়নি। আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু ও অধিকাংশ প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীরা এখনো তাদের স্ব স্ব জায়গা-জমিতে যেতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ও উপাদানগুলো এখনো সক্রিয় রয়েছে। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে অনিশ্চিত রেখে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যকে বিপন্নতার দিকে ঠেলে দিয়ে রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের শিক্ষা প্রসারের পরিবর্তে পার্বত্য চট্টগ্রামে অধিকতর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করবে বলে পার্বত্য চট্টগ্রামের নাগরিক সমাজ মনে করে।

আপনি নিশ্চয় জানেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক-মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা সমস্যা বিরাজ করছে। তিন পার্বত্য জেলায় ৭টি সরকারি কলেজের মধ্যে ২০২টি সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদের মধ্যে ৬৪টি পদ খালি রয়েছে। তিন পার্বত্য জেলায় ১৮টি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৫৭টি শিক্ষক পদের মধ্যে ১৪৩টি পদ খালি রয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে প্রায় এক-চতুর্থাংশ শিক্ষক ছাড়াই এসব হাই স্কুল-কলেজসমূহ খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, দীঘিনালা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় চলছে মাত্র ১১ জন শিক্ষক দিয়ে। ২৫ জন শিক্ষক পদের মধ্যে ১৪টি খালি থাকায় বিপাকে পড়েছে শিক্ষার্থীরা। এমনকি ইংরেজী বিষয়ে কোন শিক্ষকই নেই এ বিদ্যালয়ে (প্রথম আলো, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫)। সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের অবস্থা যদি এমনই হয় তাহলে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা কি হবে তা সহজেই আপনি অনুমান করতে পারবেন। অনেক বেসরকারি বিদ্যালয় রয়েছে যেগুলোতে বিদ্যালয়-গৃহের অভাবে খোলা আকাশে নীচে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করতে হয়। তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে যে কটি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স রয়েছে সেগুলোও চলছে শিক্ষক-সংকট, শিক্ষা-উপকরণ ও শ্রেণি-কক্ষের সমস্যার মধ্য দিয়ে। বিদ্যালয়-কলেজগুলোতে রয়েছে অবকাঠামো সংকট, ছাত্র-শিক্ষকদের আবাসন ও শিক্ষা উপকরণের অভাব, পরিচালনাগত নানা সমস্যা। প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা আরো বেশী নাজুক। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক-মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক-কলেজ শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিপর্যয় অবস্থায় রেখে দিয়ে এ মুহূর্তে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হলে পার্বত্যবাসী তেমন একটা লাভবান হবে বলে পার্বত্য চট্টগ্রামের নাগরিক সমাজ মনে করে না। বরঞ্চ এতে করে পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থায় আরো এক সংকট দেখা দিতে পারে বলে প্রতীয়মান হয়।

উপরোক্ত পরিস্থিতির আলোকে আপনার সমীপে পার্বত্য চট্টগ্রামের নাগরিক সমাজের দাবি হচ্ছে-

(১) রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার প্রক্রিয়া স্থগিত করা।

(২) তিন পার্বত্য জেলায় বিদ্যমান তিনটি সরকারী কলেজে অধিক সংস্যক বিষয়ে অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স চালু, দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজে পাহাড়ি ছাত্রছাত্রীদের জন্য অধিকতর কোটা বরাদ্দ এবং পার্বত্যাঞ্চলের শিক্ষা উন্নয়নে অধিকতর অর্থ বরাদ্দ করা।

(৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ দ্রুত ও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা।

বিনীত নিবেদক-

পার্বত্য চট্টগ্রামের নাগরিক সমাজের পক্ষে
তারিখ: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, রাঙ্গামাটি।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি দেয়া গেল (জ্যেষ্ঠতা অনুসারে নয়)-

১। মাননীয় আহ্বায়ক, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি, জাতীয় সংসদ ভবন, ঢাকা।

২। মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩। জনাব গওহর রিজভী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

৪। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৬। মাননীয় চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, প্রধান কার্যালয়, রাঙ্গামাটি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের নাগরিক সমাজের পক্ষে

ক্রমিক	নাম ও পদবি	ঠিকানা	স্বাক্ষর
১			
২			
৩			
৪			
৫			
৬			
৭			
৮			
৯			

ক্রমিক	নাম ও পদবি	ঠিকানা	স্বাক্ষর
১০	[illegible]	[illegible]	[signature]
১১	Aung[illegible] Indigenous Forum	Bandarban	[signature]
১২	Stephan Tripura	Bandarban	[signature]
১৩	Joychandra Tripura	Bandarban	[signature]
১৪	Shefalika Tripura member eee	Khagrachari	[signature]
১৫	Shyama chakma	Rangamati	[signature]
১৬	Rita Chakma	Rangamati Sadar Upazila	[signature]
১৭	Moni Chakma Chairman Barkal UP	Rangamati	[signature] 20/02/2015
১৮	Biplob Chakma Executive Director	Taungya Kalyanpur, RMT	[signature]
১৯	[illegible] ত্রিপুরা, [illegible]	[illegible]	[signature]
২০	U Swe Thowai Marma Bandarban Correspondent SATV	Bandarban	[signature]
২১	Jnanendu Bikash Chakma	Rangamati	[signature]
২২	Tarak Chakma	Rangamati	[signature]
২৩	Rupayan Chakma	Rangamati	[signature]
২৪	Reetesh Roy, DPO Taungya,	Rangamati	[signature]

ক্রমিক	নাম ও পদবি	ঠিকানা	স্বাক্ষর
২৫			
২৬			
২৭			
২৮			
২৯			
৩০			
৩১			
৩২			
৩৩			
৩৪			
৩৫			
৩৬			
৩৭			
৩৮			
৩৯			

ক্রমিক	নাম ও পদবি	ঠিকানা	স্বাক্ষর
৪০	বুদ্ধ নারায়ন তঞ্চঙ্গ্যা পদ: [illegible]	[illegible] ০১৮৬৬৬১০৪৪২৬	[signature] ২০/২/১৫
৪১	[illegible] প্রাক্তন অধ্যক্ষ, খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ,	প: [illegible] খাগড়াছড়ি [illegible] ০১৫৫০৩৫০৮২৩৩	[signature] ২০/২/১৫
৪২	[illegible]	[illegible] 01556423208	[signature] ২০/২/১৫
৪৩	মো: নুরুল আমিন Hillnews24.com	রাঙ্গামাটি 01825-806347	[signature] 20.02.15
৪৪	[illegible] চাকমা	[illegible] রাঙ্গামাটি 01556995182	[signature] 20/2/15
৪৫	সনজিৎ চাকমা	[illegible], রাং গামাটি 01822534485	[signature]
৪৬	[illegible]	রাঙ্গামাটি	[signature]
৪৭	[illegible]	খাগড়াছড়ি	[signature]
৪৮	[illegible] চাকমা	[illegible] খাগড়াছড়ি	[signature] ২০/২/০১৫
৪৯	[illegible] চাকমা	[illegible] রাঙ্গামাটি	[signature]
৫০	Zuamlian Amlai,	Activist Bandarban	[signature]
৫১	[illegible]	রাঙামাটি.	[signature]
৫২	[illegible]	রাঙামাটি	[signature]